দশম অধ্যায়

ভগবান শিব এবং উমা কর্তৃক মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রশংসা

এই অধ্যায়ে, মার্কণ্ডেয় ঋষি কিভাবে ভগবান শিবের কাছ থেকে বর লাভ করেছিলেন, শ্রীসূত গোস্বামী তা বর্ণনা করেছেন।

একদিন শিব যখন তাঁর স্ত্রী পার্বতীর সঙ্গে আকাশ মার্গে ভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি সমাধি নিমগ্ন শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির সম্মুখীন হয়েছিলেন। পার্বতীর অনুরোধে শিব ঋষিকে তাঁর তপস্যার ফল দান করবার জন্য তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। সমাধি ভঙ্গ হলে পরে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি ত্রিলোকের গুরু ভগবান শ্রীশিবকে পার্বতীসহ দর্শন করেছিলেন এবং আসন, অভ্যর্থনা বাক্য ও প্রণাম নিবেদনের মাধ্যমে তিনি তাঁদের পূজা করেছিলেন।

তারপর ভগবান শিব পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রশংসা করে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত যে কোন বর নেওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করেছিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এবং ভগবানের ভক্তদের প্রতি এবং শিবের প্রতি অটল ভক্তি প্রার্থনা করেছিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয়ের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে ভগবান শিব তাঁকে যশ, ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কাল অবধি জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্তি, ত্রিকালজ্ঞতা, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান এবং পৌরাণিকের পদ দান করেছিলেন।

যাঁরা শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির চরিতকথা শ্রবণ এবং কীর্তন করবেন, তারা সকাম কর্ম থেকে উদ্ভূত সঞ্চিত কামনা ভিত্তিক জড় জীবন থেকে মুক্তি লাভ করবেন।

শ্লোক ১

সূত-উবাচ

স এবমনুভূয়েদং নারায়ণবিনির্মিতম্ ।
বৈভবং যোগমায়ায়াস্তমেব শরণং যযৌ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি, মার্কণ্ডেয়; **এবম্**—এই রূপে; **অনুভূয়**—অনুভব করে; **ইদম্**—এই; **নারায়ণ-বিনির্মিতম্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ কর্তৃক বিনির্মিত; **বৈভবম্**—ঐশ্বর্য প্রদর্শনী; **যোগমায়ায়াঃ**—তাঁর অন্তরঙ্গা যোগশক্তির; **তম্**—তাঁকে, **এব**—বস্তুতপক্ষে; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **যযৌ**—গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁর এই বৈভবশালী মোহময়ী মায়াশক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি এই অভিজ্ঞতা লাভ করার পর ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ

প্রপন্নোঽস্ম্যঙ্ঘ্রিমূলং তে প্রপন্নাভয়দং হরে ।
যন্মায়য়াপি বিবুধা মুহ্যন্তি জ্ঞানকাশয়া ॥ ২ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ—শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন; **প্রপন্নঃ**—শরণাগত; **অস্মি**—আমি; **অঙ্ঘ্রি-মূলম্**—চরণপদ্মের মূল; **তে**—আপনার; **প্রপন্ন**—শরণাগতদের; **অভয়দম্**—অভয় দানকারী; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **যৎ-মায়য়া**—যাঁর মায়ার দ্বারা; **অপি**—এমন কি; **বিবুধাঃ**—বুদ্ধিমান দেবতাগণ; **মুহ্যন্তি**—মোহগ্রস্ত হয়; **জ্ঞান-কাশয়া**—যা ভ্রান্তভাবে জ্ঞান বলে প্রতিভাত হয়।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—হে ভগবান শ্রীহরি, প্রপন্নদের অভয় প্রদানকারী আপনার শ্রীচরণকমল তলে আমি শরণাগত হই। মহান দেবতাগণও তাঁদের কাছে জ্ঞান রূপে প্রতিভাত আপনার মোহময়ী মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হন।

তাৎপর্য

দেহবদ্ধ জীবেরা জড় জাগতিক ইন্দ্রিয়ভোগে আকৃষ্ট হয় এবং এইভাবে তারা অতি যত্নের সঙ্গে প্রকৃতির ক্রিয়াসমূহ পর্যালোচনা করে। যদিও মনে হয় যে তারা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে প্রগতি সাধন করছে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে তারা জড় দেহের প্রতি মিথ্যা তাদাত্ম্যবোধে অধিক থেকে অধিকতর আবদ্ধ হয়ে পড়ছে এবং তাই ক্রমবর্ধমান হারে অজ্ঞানতায় নিমগ্ন হচ্ছে।

শ্লোক ৩

সূত উবাচ

তমেবং নিভৃতাত্মানং বৃষেণ দিবি পর্যটন ।
রুদ্রাণ্যা ভগবান্ রুদ্রো দদর্শ স্বগণৈর্বৃতঃ ॥ ৩ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **তম্**—তাঁকে, শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষিকে; **এবম্**—এইরূপে; **নির্ভৃত-আত্মানম্**—তাঁর মন পূর্ণরূপে সমাধিমগ্ন; **বৃষেণ**—তাঁর বৃষের উপর;

দিবি—আকাশে; **পর্যটন**—পর্যটনশীল; **রুদ্রাণ্যা**—রুদ্রাণী (উমা) সহ; **ভগবান্**—শক্তিশালী প্রভু; **রুদ্রঃ**—শিব; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **স্ব-গণৈঃ**—স্বীয় গণের দ্বারা; **বৃতঃ**—আবৃত।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—স্বগণ পরিবেষ্টিত ভগবান শিব পার্বতীসহ বৃষে উপবিষ্ট হয়ে আকাশ মার্গে পর্যটন করতে করতে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষিকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলেন।

শ্লোক ৪

অথোমা তমৃষিং বীক্ষ্য গিরিশং সমভাষত ।
পশ্যেমং ভগবন্ বিপ্রং নিভৃতাত্মেন্দ্রিয়াশয়ম্ ॥ ৪ ॥

অথ—তখন; **উমা**—উমা; **তম্**—সেই; **ঋষিম্**—ঋষিকে; **বীক্ষ্য**—দেখে; **গিরিশম্**—ভগবান শিবকে; **সমভাষতঃ**—বলেছিলেন; **পশ্য**—শুধু দেখ; **ইমম্**—এই; **ভগবন্**—হে প্রভু; **বিপ্রম্**—বিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে; **নিভৃত**—নিঃস্তব্ধ; **আত্ম-ইন্দ্রিয়-আশয়ম্**—তাঁর দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়।

অনুবাদ

দেবী উমা সেই ঋষিকে দর্শন করে শিবকে সম্বোধন করে বললেন—হে প্রভু, সমাধিতে নিঃস্তব্ধ দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট এই বিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শুধু দর্শন করুন।

শ্লোক ৫

নিভৃতোদঝষব্রাতো বাতাপায়ে যথার্ণবঃ ।
কুর্বস্য তপসঃ সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিং সিদ্ধিদো ভবান্ ॥ ৫ ॥

নিভৃত—স্থির; **উদ**—জল; **ঝষ-ব্রাতঃ**—মৎস্যকুল; **বাত**—বাতাস; **অপায়ে**—বিরত হলে পরে; **যথা**—ঠিক যেমন; **অর্ণবঃ**—সমুদ্র; **কুরু**—অনুগ্রহ করে করুন; **অস্য**—তাঁর; **তপসঃ**—তপস্যার; **সাক্ষাৎ**—প্রকাশ; **সংসিদ্ধিম্**—পূর্ণতা; **সিদ্ধি-দঃ**—সিদ্ধি প্রদানকারী; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

বায়ুপ্রবাহ নিরস্ত হলে পরে সমুদ্রের জল এবং মৎস্যসমূহ যেমন স্তব্ধ হয়ে পড়ে, তিনিও সেইরকমই প্রশান্ত অবস্থায় রয়েছেন। সুতরাং হে প্রভু, আপনি যেহেতু তপস্বীদের সিদ্ধি দান করেন, অনুগ্রহ করে এই ঋষিকেও সিদ্ধি দান করুন, যা স্পষ্টতই তাঁর প্রাপ্য।

শ্লোক ৬

শ্রীভগবানুবাচ

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শক্তিশালী প্রভু (শিব) বললেন; **ন**—না; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ইচ্ছতি**—ইচ্ছা করেন; **আশিষঃ**—বর; **ক্ব অপি**—কোনও ক্ষেত্রেই; **ব্রহ্মর্ষিঃ**—ব্রহ্মর্ষি; **মোক্ষম্**—মুক্তি; **অপি উত**—এমন কি; **ভক্তিম্**—ভক্তিমূলক সেবা; **পরাম্**—দিব্য; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের; **লব্ধবান্**—লাভ করেছেন; **পুরুষে**—পরম পুরুষ ভগবানে; **অব্যয়ে**—যিনি অব্যয়।

অনুবাদ

ভগবান শিব উত্তর দিলেন—নিশ্চয়ই এই ব্রহ্মর্ষি কোনও বর আকাঙ্ক্ষা করেন না, এমন কি মুক্তি পর্যন্ত, কেননা তিনি অব্যয় পরম পুরুষ শ্রীভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবা লাভ করেছেন।

তাৎপর্য

নৈবেচ্ছত্য আশিষঃ ক্বাপি কথাটি ইঙ্গিত করে যে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন গ্রহে লভ্য যে কোন পুরস্কার গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি এমন কি মুক্তিও চাননি, কেননা তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

অথাপি সংবদিষ্যামো ভবান্যেতেন সাধুনা ।
অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ ॥ ৭ ॥

অথ অপি—তা সত্ত্বেও; **সংবদিষ্যামঃ**—আমরা কথা বলব; **ভবানি**—হে প্রিয় ভবানী; **এতেন**—এর সঙ্গে; **সাধুনা**—শুদ্ধ ভক্ত; **অয়ম্**—এই; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **পরমঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **লাভঃ**—লাভ; **নৃণাম্**—মানুষের জন্য; **সাধু-সমাগমঃ**—সাধু সঙ্গ।

অনুবাদ

তা সত্ত্বেও, হে ভবানী, চল, এই সাধুর সঙ্গে সংলাপ করি। সর্বোপরি, সাধু সঙ্গই হচ্ছে মানুষের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি।

শ্লোক ৮

সূত উবাচ

ইত্যুক্ত্বা তমুপেয়ায় ভগবান্ স সতাং গতিঃ ।
ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বদেহিনাম্ ॥ ৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **তম্**—ঋষির কাছে; **উপেয়ায়**—গিয়ে; **ভগবান্**—মহান দেবতা; **সঃ**—তিনি; **সতাম্**—শুদ্ধ জীবদের; **গতিঃ**—আশ্রয়; **ঈশানঃ**—প্রভু; **সর্ব-বিদ্যানাম্**—সমস্ত বিদ্যার; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা; **সর্বদেহিনাম্**—সমস্ত দেহবদ্ধ জীবের।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—এইরকম কথা বলে, শুদ্ধ জীবের আশ্রয়, সমস্ত পরমার্থ তত্ত্ব বিজ্ঞানের অধীশ্বর এবং সমস্ত দেহবদ্ধ জীবের নিয়ন্তা ভগবান শঙ্কর সেই ঋষির সম্মুখে সমাগত হলেন।

শ্লোক ৯

তয়োরাগমনং সাক্ষাদীশয়োর্জগদাত্মনোঃ ।
ন বেদ রুদ্ধধীবৃত্তিরাত্মানং বিশ্বমেব চ ॥ ৯ ॥

তয়োঃ—তাদের দুজনের; **আগমনম্**—আগমন; **সাক্ষাৎ**—ব্যক্তিগতভাবে; **ঈশয়োঃ**—শক্তিশালী ব্যক্তিদের; **জগৎ-আত্মনঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তাগণকে; **ন বেদ**—তিনি লক্ষ্য করেননি; **রুদ্ধ**—রুদ্ধ; **ধী-বৃত্তিঃ**—মনের কার্য; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **বিশ্বম্**—বহির্বিশ্ব; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও।

অনুবাদ

যেহেতু শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির জড় মনের বৃত্তি রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তাই সেই ঋষি জানতেই পারেননি যে বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান শিব এবং তাঁর পত্নী স্বয়ং তাঁকে দেখতে এসেছেন। শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি এতই ধ্যানমগ্ন ছিলেন যে তিনি যেমন আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন, তেমনি বহির্বিশ্বকেও বিস্মৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

ভগবাংস্তদভিজ্ঞায় গিরিশো যোগমায়য়া ।
আবিশৎ তদ্গুহাকাশং বায়ুশ্ছিদ্রমিবেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥

ভগবান্—মহান ব্যক্তিত্ব; **তৎ**—সেই; **অভিজ্ঞায়**—বুঝতে পেরে; **গিরিশঃ**—ভগবান গিরিশ; **যোগমায়য়া**—তাঁর যোগশক্তির বলে; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **তৎ**—মার্কণ্ডেয়ের; **গুহা-আকাশম্**—হৃদয়ের গুপ্ত আকাশে; **বায়ু**—বায়ু; **ছিদ্রম্**—ছিদ্র; **ইব**—যেন; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর।

অনুবাদ

ঋষির অবস্থা খুব ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করে ভগবান শিব শ্রীমার্কণ্ডেয়ের হৃদয়ের আকাশে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর যোগবল প্রয়োগ করলেন, ঠিক যেমন ছিদ্র পথে বায়ু প্রবাহিত হয়।

শ্লোক ১১-১৩

আত্মন্যপি শিবং প্রাপ্তং তড়িৎপিঙ্গজটাধরম্ ।
ত্র্যক্ষং দশভুজং প্রাংশুমুদ্যন্তমিব ভাস্করম্ ॥ ১১ ॥
ব্যাঘ্রচর্মাম্বরং শূলধনুরিষ্বসিচর্মভিঃ ।
অক্ষমালাডমরুককপালং পরশুং সহ ॥ ১২ ॥
বিভ্রাণং সহসা ভাতং বিচক্ষ্য হৃদি বিস্মিতঃ ।
কিমিদং কুত এবেতি সমাধের্বিরতো মুনিঃ ॥ ১৩ ॥

আত্মনি—নিজের মধ্যে; **অপি**—ও; **শিবম্**—ভগবান শিব; **প্রাপ্তম্**—উপনীত হলেন; **তড়িৎ**—তড়িতালোকের মতো; **পিঙ্গ**—হলুদবর্ণ; **জটা**—জটা; **ধরম্**—ধারণকারী; **ত্রি-অক্ষম্**—ত্রিলোচন; **দশ-ভুজম্**—দশটি বাহু বিশিষ্ট; **প্রাংশুম্**—সুদীর্ঘ; **উদ্যন্তম্**—উদিত হয়ে; **ইব**—ঠিক যেন; **ভাস্করম্**—সূর্য; **ব্যাঘ্র**—বাঘের; **চর্ম**—চামড়া; **অম্বরম্**—তার বস্ত্র হিসাবে; **শূল**—তাঁর ত্রিশূলসহ; **ধনুঃ**—ধনুক; **ইষু**—তীর; **অসি**—তলোয়ার; **চর্মভিঃ**—এবং বর্ম; **অক্ষ-মালা**—তাঁর জপমালা; **ডমরুক**—ডমরু; **কপালম্**—এবং করোটি; **পরশুম্**—কুঠার; **সহ**—সহ; **বিভ্রাণম্**—প্রদর্শন করে; **সহসা**—অকস্মাৎ; **ভাতম্**—প্রতিভাত; **বিচক্ষ্য**—দর্শন করে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত; **কিম্**—কী; **ইদম্**—এই; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ইতি**—এইরূপে; **সমাধেঃ**—তার সমাধিস্থ অবস্থা থেকে; **বিরতঃ**—বিরত হয়েছিলেন; **মুনিঃ**—মুনিবর।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় ভগবান শিবকে অকস্মাৎ তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হতে দেখলেন। শিবের পিঙ্গল জটা তড়িতালোক সদৃশ, তাঁর তিনটি লোচন, দশটি বাহু, উদীয়মান সূর্যের মতো উজ্জ্বল সুদীর্ঘ দেহ। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করেছিলেন এবং জপমালা, ডমরু, করোটি এবং কুঠার সহ একটি ত্রিশূল, তীরধনুক, তলোয়ার এবং বর্ম ধারণ করেছিলেন। বিস্মিত হয়ে সেই ঋষি তাঁর সমাধি থেকে নির্গত হলেন এবং ভাবলেন, "কে তিনি এবং কোথা থেকেই বা এসেছেন?"

শ্লোক ১৪

নেত্রে উন্মীল্য দদৃশে সগণং সোমমাগতম্ ।
রুদ্রং ত্রিলোকৈকগুরুং ননাম শিরসা মুনিঃ ॥ ১৪ ॥

নেত্রে—তার চক্ষু; **উন্মীল্য**—উন্মীলিত করে; **দদৃশে**—দেখেছিলেন; **স-গণম্**—গণ সহ; **স-উমম্**—উমা সহ; **আগতম্**—আগত; **রুদ্রম্**—রুদ্র; **ত্রিলোক**—ত্রিলোকের; **এক-গুরুম্**—এক গুরু; **ননাম**—তিনি প্রণাম নিবেদন করেছিলেন; **শিরসা**—তাঁর মস্তক দিয়ে; **মুনিঃ**—মুনিবর।

অনুবাদ

ঋষি তাঁর চক্ষু উন্মীলিত করে, উমা এবং গণ সহ ত্রিলোকের গুরু ভগবান শ্রীশিবকে দর্শন করলেন। মার্কণ্ডেয় তখন নত মস্তকে তাঁকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ঋষি মার্কণ্ডেয় যখন তাঁর হৃদয়ে শিব এবং উমাকে দর্শন করলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁদের সম্পর্কে এবং নিজের সম্পর্কেও অবগত হলেন। অপরপক্ষে, সমাধির সময়, তিনি শুধু পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানেই নিমগ্ন হয়েছিলেন এবং এইভাবে নিজেকেও সচেতন দ্রষ্টারূপে বিস্মৃত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

তস্মৈ সপর্যাং ব্যদধাৎ সগণায় সহোময়া ।
স্বাগতাসনপাদ্যার্ঘ্য-গন্ধস্রগ্ধূপদীপকৈঃ ॥ ১৫ ॥

তস্মৈ—তাঁর প্রতি; **সপর্যাম্**—পূজা; **ব্যদধাৎ**—নিবেদন করেছিলেন; **স-গণায়**—গণ সহ; **সহ উময়া**—উমা সহ; **সু-আগত**—স্বাগত বাক্যে; **আসন**—আসন নিবেদন করে; **পাদ্য**—পাদ্য; **অর্ঘ্য**—সুবাসিত পানীয় জল; **গন্ধ**—সুগন্ধি তৈল; **স্রক্**—মাল্য; **ধূপ**—ধূপ; **দীপকৈঃ**—প্রদীপ।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় স্বাগতবাক্যে, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, মাল্য এবং প্রদীপ নিবেদন করে গণসহ শিব এবং উমার পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

আহ ত্বাত্মানুভাবেন পূর্ণকামস্য তে বিভো ।
করবাম কিমীশান যেনেদং নির্বৃতং জগৎ ॥ ১৬ ॥

আহ—শ্রীমার্কণ্ডেয় বলেছিলেন; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **আত্ম-অনুভাবেন**—আপনার স্বীয় আনন্দ অনুভবের দ্বারা; **পূর্ণ-কামস্য**—পূর্ণকাম; **তে**—আপনার জন্য; **বিভো**—হে বিভো; **করবাম**—আমি করতে পারি; **কিম্**—কী; **ঈশান**—হে প্রভু; **যেন**—যার দ্বারা; **ইদম্**—এই; **নির্বৃতম্**—প্রশান্ত করা হয়; **জগৎ**—সমগ্র জগৎ।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—হে বিভো, আপনার স্বীয় আনন্দে পূর্ণরূপে আত্মকাম আপনার জন্য আমি কী-ই বা করতে পারি? বস্তুতপক্ষে আপনার কৃপায় আপনি সমগ্র জগতকে তৃপ্ত করেন।

শ্লোক ১৭

নমঃ শিবায় শান্তায় সত্ত্বায় প্রমৃড়ায় চ ।
রজোজুষেঽথ ঘোরায় নমস্তুভ্যং তমোজুষে ॥ ১৭ ॥

নমঃ—প্রণতি; **শিবায়**—পরম কল্যাণময়; **শান্তায়**—প্রশান্ত; **সত্ত্বায়**—জড়ীয় সত্ত্বগুণের মূর্ত বিগ্রহ; **প্রমৃড়ায়**—আনন্দ প্রদানকারী; **চ**—এবং; **রজঃ-জুষে**—রজোগুণাশ্রিত ব্যক্তিকে; **অথ**—ও; **ঘোরায়**—ভয়ঙ্কর; **নমঃ**—প্রণাম; **তুভ্যম্**—তোমাকে; **তমঃ-জুষে**—তমোগুণের সঙ্গকারী।

অনুবাদ

হে পরম করুণাময় দিব্য পুরুষ, আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে প্রণাম করি, সত্ত্বগুণের প্রভুরূপে আপনি আনন্দ দান করেন, রজোগুণের সংস্পর্শে আপনি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বলে প্রতিভাত হন এবং আপনি তমোগুণেরও সঙ্গকারী।

শ্লোক ১৮

সূত উবাচ

এবং স্তুতঃ স ভগবানাদিদেবঃ সতাং গতিঃ ।
পরিতুষ্টঃ প্রসন্নাত্মা প্রহসংস্তমভাষত ॥ ১৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এই সকল বাক্যে; **স্তুতঃ**—সংস্তুত হয়ে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—শক্তিশালী শিব; **আদি-দেব**—আদি দেব; **সতাম্**—সাধু ভক্তদের; **গতিঃ**—আশ্রয়; **পরিতুষ্টঃ**—পূর্ণরূপে তুষ্ট; **প্রসন্ন-আত্মা**—প্রসন্নাত্মা; **প্রহসন্**—হাসতে হাসতে; **তম্**—শ্রীমার্কণ্ডেয়কে; **অভাষত**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—দেবাদিদেব এবং সাধুদের আশ্রয় ভগবান শ্রীশিব শ্রীমার্কণ্ডেয়ের প্রার্থনায় পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। প্রসন্ন হয়ে, স্মিতহাস্যে তিনি ঋষিকে সম্বোধন করলেন।

শ্লোক ১৯

শ্রীভগবানুবাচ

বরং বৃণীষ্ব নঃ কামং বরদেশা বয়ং ত্রয়ঃ ।
অমোঘং দর্শনং যেষাং মর্ত্যো যদ্ বিন্দতেঽমৃতম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান শ্রীশিব বললেন; বরম্—বর; বৃণীষ্ব—অনুগ্রহ-পূর্বক বেছে নাও; নঃ—আমাদের থেকে; কামম্—কাম্য; বরদ—সমস্ত বরদানকারীদের; ঈশাঃ—নিয়ন্তা; বয়ম্—আমরা; ত্রয়ঃ—তিন (ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর); মর্ত্যঃ—মর্ত্যবাসী; যৎ—যার দ্বারা; বিন্দতে—লাভ করে; অমৃতম্—অমরত্ব।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীশিব বললেন—অনুগ্রহ করে আমার কাছে কিছু বর চাও। কেননা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং আমি—এই তিন জন সমস্ত বরদানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আমাদের দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না, কেননা শুধুমাত্র আমাদের দর্শন করেই মরণশীল ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ২০-২১

ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা নিঃসঙ্গা ভূতবৎসলাঃ ।
একান্তভক্তা অস্মাসু নির্বৈরাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ২০ ॥
সলোকা লোকপালাস্তান্ বন্দন্ত্যর্চন্ত্যুপাসতে ।
অহং চ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং চ হরিরীশ্বরঃ ॥ ২১ ॥

ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মণগণ; সাধবঃ—সদাচার পালনকারী; শান্তাঃ—প্রশান্ত এবং ঈর্ষাদি অন্যান্য মন্দ গুণ থেকে মুক্ত; নিঃসঙ্গাঃ—জড় সঙ্গ থেকে মুক্ত; ভূত-বৎসলাঃ—সমস্ত জীবদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন; একান্ত-ভক্তাঃ—একান্ত ভক্তগণ; অস্মাসু—আমাদের (ব্রহ্মা, ভগবান শ্রীহরি এবং শিব); নির্বৈরাঃ—কখনই ঘৃণা করেন না; সমদর্শিনঃ—সমদর্শী; স-লোকাঃ—সমস্ত লোকের বাসিন্দাদের সঙ্গে; লোক-পালাঃ—বিভিন্ন গ্রহের পালকগণ; তান্—সেই সকল ব্রাহ্মণগণ; বন্দন্তি—বন্দনা করি;

অর্চন্তি—অর্চনা করি; **উপাসতে**—সাহায্য করি; **অহম্**—আমি; **চ**—ও; **ভগবান্**—ভগবান; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **চ**—ও; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

সমস্ত লোকের বাসিন্দাগণ এবং লোকপালগণ ব্রহ্মা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এবং আমি সহ সকলেই সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের বন্দনা করি, অর্চনা করি এবং সহযোগিতা করি, যাঁরা সমদর্শী, নির্মৎসর, আমাদের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিপরায়ণ; সমস্ত জীবের প্রতি দয়ালু, জড় সঙ্গ থেকে মুক্ত, সদা প্রশান্ত এবং সত্ত্বস্বভাব বিশিষ্ট।

শ্লোক ২২

ন তে ময্যচ্যুতেঽজে চ ভিদামণ্বপি চক্ষতে ।
নাত্মনশ্চ জনস্যাপি তদ্যুষ্মান্ বয়মীমহি ॥ ২২ ॥

ন—করে না; **তে**—তারা; **ময়ি**—আমাতে; **অচ্যুতে**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুতে; **অজে**—ভগবান শ্রীব্রহ্মাতে; **চ**—এবং; **ভিদাম্**—পার্থক্য; **অণু**—স্বল্প; **অপি**—এমন কি; **চক্ষতে**—দেখে; **ন**—না; **আত্মনঃ**—নিজেদের; **চ**—এবং; **জনস্য**—অন্য মানুষের; **অপি**—ও; **তৎ**—অতএব; **যুষ্মান্**—নিজেদের; **বয়ম্**—আমরা; **ইমহি**—পূজা করি।

অনুবাদ

এই সকল ভক্তগণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং আমার মধ্যে কোনও পার্থক্য করেন না এবং নিজেদের সঙ্গেও অন্যান্য জীবদের পার্থক্য করেন না। সুতরাং, তুমি যেহেতু সেরকম সাধু ভক্ত, আমরা তোমার পূজা করি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা এবং শিব হচ্ছেন যথাক্রমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সৃষ্টি এবং প্রলয়কারী শক্তির প্রকাশ। এইভাবে জড় জগতের এই তিন পালকদের মধ্যে ঐক্য রয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি সমূহের মধ্যে জড়গুণের ভিত্তিতে জড়ীয় দ্বৈতভাব দর্শন করা উচিত নয়, যদিও সেই শক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব রূপে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছেন।

শ্লোক ২৩

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবাশ্চেতনোজ্ঝিতাঃ ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন যূয়ং দর্শনমাত্রতঃ ॥ ২৩ ॥

ন—না; হি—বস্তুতপক্ষে; অপ্-ময়ানি—পবিত্র জলময়; তীর্থানি—পবিত্র তীর্থসমূহ; ন—না; দেবাঃ—দেবতাদের মূর্তিরূপ; চেতন-উজ্ঝিতাঃ—প্রাণশূন্য; তে—তারা; পুনন্তি—পবিত্র করে; উরু-কালেন—দীর্ঘকাল পরে; যূয়ম্—নিজেদেরকে; দর্শন-মাত্রতঃ—দর্শন মাত্রেই।

অনুবাদ

শুধু জলাশয় মাত্রই তীর্থ নয়, কিংবা দেবতাদের প্রাণশূন্য মূর্তিগুলিও প্রকৃত আরাধ্য বিগ্রহ নয়। কেননা বাহ্য দৃষ্টি পবিত্র নদী এবং দেবতাদের উচ্চতর সার হৃদয়ঙ্গমে ব্যর্থ হয়। সুদীর্ঘ কাল সেবা করার পরই এগুলি মানুষকে পবিত্র করে। কিন্তু তোমার মতো ভক্তগণ শুধু দর্শন মাত্রেই তৎক্ষণাৎ পবিত্র করে থাকেন।

শ্লোক ২৪

ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্যামো যেঽস্মদ্রূপং ত্রয়ীময়ম্ ।
বিভ্রত্যাত্মসমাধানতপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ ॥ ২৪ ॥

ব্রাহ্মণেভ্যঃ—ব্রাহ্মণদের; নমস্যামঃ—সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি; যে—যাঁরা; অস্মৎ-রূপম্—আমাদের রূপ (শিব, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু); ত্রয়ী-ময়ম্—তিন বেদের মাধ্যমে উপস্থাপিত; বিভ্রতি—বহন করে; আত্ম-সমাধান—আত্ম সমাধির দ্বারা; তপঃ—তপস্যার দ্বারা; স্বাধ্যায়—বেদ অধ্যয়নের দ্বারা; সংযমৈঃ—সংযম পালনের দ্বারা।

অনুবাদ

পরমাত্মার ধ্যানের মাধ্যমে, তপ অনুষ্ঠান করে, স্বাধ্যায়ে নিযুক্ত হয়ে এবং সংযম পালনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণগণ নিজেদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং আমার থেকে অভিন্ন তিন বেদকে ধারণ করেন। তাই আমি ব্রাহ্মণদের প্রণাম করি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তকে সমস্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে সবচেয়ে মহিমান্বিত বলে গণ্য করা হয়, কেননা সমস্ত পারমার্থিক প্রচেষ্টা ভগবানের প্রেমময়ী সেবাতেই পরিপূর্ণতা লাভ করে।

শ্লোক ২৫

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ বাপি মহাপাতকিনোঽপি বঃ ।
শুধ্যেরন্নন্ত্যজাশ্চাপি কিমু সম্ভাষণাদিভিঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রবণাৎ—শ্রবণের মাধ্যমে; দর্শনাৎ—দর্শন করে; বা—অথবা; অপি—ও; মহা-পাতকিনঃ—মহাপাতকী; অপি—এমন কি; বঃ—আপনি; শুধ্যেরন্—তারা শুদ্ধ হয়;

অন্ত্য-জাঃ—নিম্ন জাতি; **চ**—এবং; **অপি**—এমন কি; **কিম্ উ**—কী আর বলা যায়; **সম্ভাষণ-আদিভিঃ**—প্রত্যক্ষ সম্ভাষণ ইত্যাদির মাধ্যমে।

অনুবাদ

এমন কি মহাপাতকী এবং অন্ত্যজ ব্যক্তিরাও শুধুমাত্র আপনাদের সম্পর্কে শ্রবণ করে কিংবা আপনাদের মতো ব্যক্তিদের দর্শন করে পবিত্র হয়ে যায়। তাহলে কল্পনা করুন, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভাষণে তাঁরা কীরকম পবিত্র হবে।

শ্লোক ২৬

সূত উবাচ

ইতি চন্দ্রললামস্য ধর্মগুহ্যোপবৃংহিতম্ ।
বচোঽমৃতায়নমৃষির্নাতৃপ্যৎ কর্ণয়োঃ পিবন্ ॥ ২৬ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইরূপে; **চন্দ্র-ললামস্য**—চন্দ্র শোভিত শিবের; **ধর্ম-গুহ্য**—ধর্মের গোপন সার কথা; **উপবৃংহিতম্**—পরিপূর্ণ; **বচঃ**—বাক্যসমূহ; **অমৃত-অয়নম্**—অমৃতের উৎস; **ঋষিঃ**—ঋষিবর; **ন অতৃপ্যৎ**—তৃপ্তি অনুভব করেননি; **কর্ণয়োঃ**—তাঁর কর্ণের দ্বারা; **পিবন্**—পান করে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—ধর্মগুহ্য নির্যাসে পরিপূর্ণ অমৃতময় কথা শিবের কাছ থেকে শ্রবণ করে মার্কণ্ডেয় ঋষি পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারেননি।

তাৎপর্য

মার্কণ্ডেয় ঋষি শিব কর্তৃক তাঁর নিজের প্রশংসাবাক্য শ্রবণে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু ধর্ম নীতি সম্পর্কে ভগবান শিবের গভীর তত্ত্বজ্ঞান তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং তাই তা আরও শ্রবণ করার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

স চিরং মায়য়া বিষ্ণোর্ভ্রামিতঃ কর্শিতো ভৃশম্ ।
শিববাগমৃতধ্বস্তক্লেশপুঞ্জস্তমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

সঃ—তিনি; **চিরম্**—দীর্ঘকাল ধরে; **মায়য়া**—মায়াশক্তির দ্বারা; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **ভ্রামিতঃ**—ভ্রমণ করতে বাধ্য; **কর্শিতঃ**—নিঃশেষিত; **ভৃশম্**—ভীষণরূপে; **শিব**—শিবের; **বাক্-অমৃত**—বাক্যরূপ অমৃতের দ্বারা; **ধ্বস্ত**—বিধ্বস্ত; **ক্লেশপুঞ্জঃ**—তাঁর ক্লেশরাশি; **তম্**—তাঁকে; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি বিষ্ণুমায়ার দ্বারা দীর্ঘকাল প্রলয়বারিতে ভ্রমণ করতে বাধ্য হয়ে, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ভগবান শিবের কথামৃত তাঁর সঞ্চিত ক্লেশকে নির্মূল করেছিল। এইরূপে তিনি শিবকে সম্বোধন করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মায়াশক্তি দর্শন করতে চেয়েছিলেন এবং বিশাল দুঃখ ভোগ করেছিলেন। কিন্তু এখন, শিবের ব্যক্তিত্বের মধ্যে শ্রীবিষ্ণু পুনরায় ঋষির সম্মুখে আবির্ভূত হলেন এবং দিব্য আনন্দময় চিন্ময় উপদেশ দান করে তাঁর সমস্ত ক্লেশ দূর করে দিলেন।

শ্লোক ২৮

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ

অহো ঈশ্বরলীলেয়ং দুর্বিভাব্যা শরীরিণাম্ ।
যন্নমন্তীশিতব্যানি স্তুবন্তি জগদীশ্বরাঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-মার্কণ্ডেয়ঃ উবাচ—শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন; **অহো**—আহা; **ঈশ্বর**—মহান নিয়ন্তাদের; **লীলা**—লীলা; **ইয়ম্**—এই; **দুর্বিভাব্যা**—অচিন্ত্য; **শরীরিণাম্**—দেহবদ্ধ জীবের পক্ষে; **যৎ**—যেহেতু; **নমন্তি**—তাঁরা প্রণাম করেন; **ঈশিতব্যানি**—তাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিদের; **স্তুবন্তি**—তাঁরা প্রশংসা করে; **জগদীশ্বরাঃ**—বিশ্ব-নিয়ন্তাগণ।

অনুবাদ

শ্রীমার্কণ্ডেয় বললেন—দেহবদ্ধ জীবের পক্ষে বিশ্বনিয়ন্তাদের লীলা অনুধাবন করা বাস্তবিকই অতীব কঠিন, কেননা, সেই নিয়ন্তাগণ তাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবদেরই প্রণাম এবং প্রশংসা করে থাকেন।

তাৎপর্য

জড় জগতে দেহবদ্ধ জীব একে অপরের উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করে। তাই প্রকৃত বিশ্বনিয়ন্তাদের লীলা তারা অনুধাবন করতে পারে না। সেই রকম প্রকৃত নিয়ন্তাদের মনোবৃত্তি অতি চমৎকার উদারতা সম্পন্ন এবং এইভাবে কখনো কখনো তাঁরা স্বীয় প্রজাদের মধ্যে যাঁরা অতি গুণবান সাধু, তাদেরকে প্রণাম করেন।

শ্লোক ২৯

ধর্মং গ্রাহয়িতুং প্রায়ঃ প্রবক্তারশ্চ দেহিনাম্ ।
আচরন্ত্যনুমোদন্তে ক্রিয়মাণং স্তুবন্তি চ ॥ ২৯ ॥

ধর্মম্—ধর্ম; **গ্রাহয়িতুম্**—গ্রহণ করাতে; **প্রায়ঃ**—প্রায় ক্ষেত্রেই; **প্রবক্তারঃ**—প্রামাণিক প্রবক্তা; **চ**—এবং; **দেহিনাম্**—সাধারণ দেহবদ্ধ জীবের; **আচরন্তি**—আচরণ করে; **অনুমোদন্তে**—উৎসাহ দান করেন; **ক্রিয়মাণম্**—সম্পাদনকারী; **স্তুবন্তি**—তাঁরা স্তব করেন; **চ**—ও।

অনুবাদ

সাধারণত অন্যদের যথার্থ ব্যবহারে উৎসাহ দান এবং প্রশংসা করার ক্ষেত্রে প্রামাণিক ধর্ম-প্রবক্তাগণ যে আদর্শ আচরণ প্রদর্শন করেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহবদ্ধ জীবকে ধর্মনীতি গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা।

শ্লোক ৩০

নৈতাবতা ভগবতঃ স্বমায়াময়বৃত্তিভিঃ ।
ন দুষ্যেতানুভাবস্তৈর্মায়িনঃ কুহকং যথা ॥ ৩০ ॥

ন—না; **এতাবতা**—এইরকম আচরণের দ্বারা (বিনয় প্রদর্শন); **ভগবতঃ**—ভগবানের; **স্ব-মায়া**—তাঁর স্বীয় মায়ার; **ময়**—পরিপূর্ণ; **বৃত্তিভিঃ**—বৃত্তির দ্বারা; **ন দুষ্যেত**—দূষিত হয় না; **অনুভাবঃ**—শক্তি; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা; **মায়িনঃ**—যাদুকরের; **কুহকম্**—কৌশল; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

এই আপাত নম্রতা শুধু তাঁদের কৃপারই প্রদর্শনী মাত্র। স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা সম্পাদিত ভগবান ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের এই যে আচরণ, তা কখনই তাঁর শক্তিকে নষ্ট করতে পারে না, ঠিক যেমন কৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে যাদুকরের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় না।

শ্লোক ৩১-৩২

সৃষ্ট্বেদং মনসা বিশ্বমাত্মনানুপ্রবিশ্য যঃ ।
গুণৈঃ কুর্বদ্ভিরাভাতি কর্তেব স্বপ্নদৃগ্ যথা ॥ ৩১ ॥
তস্মৈ নমো ভগবতে ত্রিগুণায় গুণাত্মনে ।
কেবলায়াদ্বিতীয়ায় গুরবে ব্রহ্মমূর্তয়ে ॥ ৩২ ॥

সৃষ্ট্বা—সৃষ্টি করে; **ইদম্**—এই; **মনসা**—তাঁর মনের দ্বারা, শুধু তাঁর ইচ্ছার দ্বারা; **বিশ্বম্**—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড; **আত্মনা**—পরমাত্মারূপে; **অনুপ্রবিশ্য**—অনুপ্রবেশ করে; **যঃ**—যিনি; **গুণৈঃ**—জড়গুণের দ্বারা; **কুর্বদ্ভিঃ**—যা কার্য করছে; **আভাতি**—প্রতিভাত হয়; **কর্তা ইব**—কর্তার মতো; **স্বপ্নদৃক্**—স্বপ্ন দর্শনকারী; **যথা**—যেমন; **তস্মৈ**—তাঁকে;

নমঃ—প্রণাম; ভগবতে—পরমেশ্বর ভগবানকে; ত্রিগুণায়—ত্রিগুণাত্মক; গুণ-আত্মনে—প্রকৃতির গুণসমূহের পরম নিয়ন্তা; কেবলায়—পবিত্রকে; অদ্বিতীয়ায়—অদ্বিতীয়; গুরবে—পরম গুরুদেব; ব্রহ্ম-মূর্তয়ে—পরম সত্যের ব্যক্তিরূপ।

অনুবাদ

আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণাম নিবেদন করি, যিনি শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছার মাধ্যমে এই সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর পরমাত্মারূপে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন। জড়া প্রকৃতির গুণকে কার্যকর করার মাধ্যমে তিনি এই জগতের প্রত্যক্ষ স্রষ্টা বলে প্রতিভাত হন, ঠিক যেমন একজন স্বপ্নদ্রষ্টাকে তার স্বপ্নের মধ্যে সক্রিয় বলে মনে হয়। তিনিই হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অধীশ্বর এবং পরম নিয়ন্তা, তা সত্ত্বেও তিনি একক এবং পবিত্র, কেবলাদ্বিতীয়। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম গুরু, পরম সত্যের আদি মূর্ত বিগ্রহ।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর জড়া শক্তিকে মুক্ত করেন এবং এদেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টিকার্য সম্পাদিত হয়। ভগবান পরম চিন্ময় সত্তারূপে এসব থেকে নির্লিপ্ত থাকেন। তা সত্ত্বেও, যেহেতু সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই পরিকল্পনা এবং ইচ্ছা অনুসারে বিকশিত হয়, তাই সমস্ত বিষয়ের মধ্যেই তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী হস্তের স্পর্শ পরিলক্ষিত হয়। মানুষ এইভাবে কল্পনা করে যে, ভগবানই এই জগতের প্রত্যক্ষ নির্মাতা, যদিও তিনি তাঁর বহুমুখী শক্তির সুদক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে জগৎ সৃষ্টি করে স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকেন।

শ্লোক ৩৩

কং বৃণে নু পরং ভূমন্ বরং ত্বদ্বরদর্শনাৎ ।
যদ্দর্শনাৎ পূর্ণকামঃ সত্যকামঃ পুমান্ ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥

কম্—কী; বৃণে—বেছে নেব; নু—বস্তুতপক্ষে; পরম্—অন্যেরা; ভূমন্—হে সর্বব্যাপক ভগবান; বরম্—বর; ত্বৎ—আপনার কাছ থেকে; বর-দর্শনাৎ—যাকে দর্শন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ বর; যৎ—যাঁর; দর্শনাৎ—দর্শন থেকে; পূর্ণকামঃ—পূর্ণকাম; সত্যকামঃ—সমস্ত কাম্য বস্তু লাভে সমর্থ; পুমান্—ব্যক্তি; ভবেৎ—হয়।

অনুবাদ

হে সর্বব্যাপক প্রভু, আমি যেহেতু আপনাকে দর্শন করার বর লাভ করেছি, অন্য আর কী বর আমি চাইতে পারি? শুধুমাত্র আপনাকে দর্শন করেই মানুষ পূর্ণকাম হতে পারে এবং তার ঈপ্সিত যে কোন বিষয় লাভ করতে পারে।

শ্লোক ৩৪

বরমেকং বৃণেঽথাপি পূর্ণাৎ কামাভিবর্ষণাৎ ।
ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি ॥ ৩৪ ॥

বরম্—বর; **একম্**—এক; **বৃণে**—প্রার্থনা করি; **অথ অপি**—তা সত্ত্বেও; **পূর্ণাৎ**—পূর্ণ থেকে; **কাম-অভিবর্ষণাৎ**—যিনি কাম্যবিষয়ের বর্ষণ করেন; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানের জন্য; **অচ্যুতাম্**—অচ্যুত; **ভক্তিম্**—ভক্তিমূলক সেবা; **তৎ-পরেষু**—যাঁরা তৎপর তাঁদের জন্য; **তথা**—আরও; **ত্বয়ি**—আপনার জন্য।

অনুবাদ

তা সত্ত্বেও সমস্ত বাঞ্ছিত বিষয় বর্ষণে সক্ষম এবং সর্বতোভাবে পূর্ণ আপনার কাছ থেকে একটি বর আমি প্রার্থনা করি। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর তৎপর ভক্তদের প্রতি, বিশেষত আপনার প্রতি আমি অবিচলিত ভক্তি লাভের বর প্রার্থনা করি।

তাৎপর্য

তৎ-পরেষু তথা ত্বয়ি কথাগুলি সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে শিব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত, তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান নন। যেহেতু ভগবানের প্রতিনিধিকেও স্বয়ং ভগবানের সমান মর্যাদা অর্পণ করা হয়, তাই পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে মার্কণ্ডেয় ঋষি শিবকে "ভগবান" বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু এখানে একথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হল যে শিব হচ্ছেন ভগবানের নিত্য সেবক এবং তিনি স্বয়ং ভগবান নন, যে কথা সমগ্র বৈদিক শাস্ত্র জুড়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করার সূক্ষ্ম নিয়ম অনুসারে মন এবং হৃদয়ের মধ্যে কামনা স্বতঃই প্রকাশিত হয়। ভগবানের ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত হওয়ার যে শুদ্ধ বাসনা, তা মানুষকে চেতনার সর্বোচ্চ মহিমান্বিত স্তরে উন্নীত করে এবং জীবন সম্পর্কে সেরকম পূর্ণ উপলব্ধি কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তদের বিশেষ কৃপাবলেই লাভ করা যায়।

শ্লোক ৩৫

সূত উবাচ

ইত্যর্চিতোঽভিষ্টুতশ্চ মুনিনা সুক্তয়া গিরা ।
তমাহ ভগবান্ শর্বঃ শর্বয়া চাভিনন্দিতঃ ॥ ৩৫ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এই সকল কথায়; **অর্চিতঃ**—পূজিত; **অভিষ্টুতঃ**—কীর্তিত; **চ**—এবং; **মুনিনা**—মুনির দ্বারা; **সু-উক্তয়া**—সুন্দরভাবে উক্ত;

গিরা—বাক্যের দ্বারা; **তম্**—তাকে; **আহ**—বলেছিলেন; **ভগবান্ শর্বঃ**—ভগবান শ্রীশিব; **শর্বয়া**—তাঁর পত্নী শর্বার দ্বারা; **চ**—এবং; **অভিনন্দিতঃ**—অভিনন্দিত।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—মার্কণ্ডেয় ঋষির সুন্দর বাক্যের দ্বারা কীর্তিত এবং পূজিত হয়ে ভগবান শর্ব (শিব) তাঁর পত্নী শর্বার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে তাঁকে (ঋষিকে) নিম্নোক্তভাবে উত্তর দিলেন।

শ্লোক ৩৬

কামো মহর্ষে সর্বোঽয়ং ভক্তিমাংস্ত্বমধোক্ষজে ।
আকল্পান্তাদ্ যশঃ পুণ্যমজরামরতা যথা ॥ ৩৬ ॥

কামঃ—কামনা; **মহা-ঋষে**—হে মহর্ষি; **সর্বঃ**—সব; **অয়ম্**—এই; **ভক্তিমান্**—ভক্তিমান; **ত্বম্**—তুমি; **অধোক্ষজে**—অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবান; **আ-কল্প-অন্তাৎ**—ব্রহ্মার দিবসের অন্ত (কল্পান্ত) পর্যন্ত; **যশঃ**—যশ; **পুণ্যম্**—পুণ্য; **অজর-অমরতা**—বার্ধক্য এবং মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি; **তথা**—ও।

অনুবাদ

হে মহর্ষি, তুমি যেহেতু ভগবান অধোক্ষজে ভক্তি পরায়ণ, তাই তোমার সমস্ত বাসনাই পূর্ণ হবে। কল্পান্ত পর্যন্ত তুমি পুণ্যযশ এবং অজরত্ব ও অমরত্ব ভোগ করবে।

শ্লোক ৩৭

জ্ঞানং ত্রৈকালিকং ব্রহ্মন্ বিজ্ঞানং চ বিরক্তিমৎ ।
ব্রহ্মবর্চস্বিনো ভূয়াৎ পুরাণাচার্যতাস্তু তে ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞান; **ত্রৈ-কালিকম্**—ত্রিকালের (অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত); **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **বিজ্ঞানম্**—দিব্য উপলব্ধি; **চ**—ও; **বিরক্তি-মৎ**—বৈরাগ্য সহ; **ব্রহ্ম-বর্চস্বিনঃ**—ব্রহ্মণ্য শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির; **ভূয়াৎ**—হোক; **পুরাণ-আচার্যতা**—পুরাণাচার্যের পদ; **অস্তু**—হোক; **তে**—তোমার।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, বৈরাগ্য সম্পদে সমৃদ্ধ পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য উপলব্ধি সহ তোমার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কাল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হোক। আদর্শ ব্রাহ্মণের দ্যুতি তোমার মধ্যে রয়েছে এবং এইরূপে তোমার পুরাণাচার্যের পদ লাভ হোক।

শ্লোক ৩৮

সূত উবাচ

এবং বরান্ স মুনয়ে দত্ত্বাগাৎ ত্র্যক্ষ ঈশ্বরঃ ।
দেব্যৈ তৎকর্ম কথয়ন্ননুভূতং পুরামুনা ॥ ৩৮ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; এবম্—এইরূপে; বরান্—বর; সঃ—তিনি; মুনয়ে—মুনিকে; দত্ত্বা—দান করে; অগাৎ—গিয়েছিলেন; ত্রি-অক্ষঃ—ত্রিলোচন; ঈশ্বরঃ—ভগবান শিব; দেব্যৈ—দেবী পার্বতীকে; তৎ-কর্ম—মার্কণ্ডেয় ঋষির কর্ম; কথয়ন্—বলতে বলতে; অনুভূতম্—যা অনুভূত হয়েছিল; পুরা—পূর্বে; অমুনা—তার (মার্কণ্ডেয়) দ্বারা।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—এইভাবে মার্কণ্ডেয় ঋষিকে বর দান করলেন। তারপর দেবী পার্বতীকে ঋষির কর্মসমূহ ও ভগবানের মায়াশক্তির যে সাক্ষাৎ প্রদর্শনী তিনি অনুভব করেছেন, সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে করতে ভগবান শিব তাঁর পথে প্রস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯

সোঽপ্যবাপ্তমহাযোগমহিমা ভার্গবোত্তমঃ ।
বিচরত্যধুনাপ্যদ্ধা হরাবেকান্ততাং গতঃ ॥ ৩৯ ॥

সঃ—তিনি, শ্রীমার্কণ্ডেয়; অপি—বস্তুতপক্ষে; অবাপ্ত—লাভ করে; মহা-যোগ—যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধি; মহিমা—মহিমা; ভার্গব-উত্তমঃ—ভৃগু বংশের শ্রেষ্ঠতম বংশধর; বিচরতি—বিচরণ করেন; অধুনা অপি—এমন কি আজও; অদ্ধা—প্রত্যক্ষভাবে; হরৌ—শ্রীহরির জন্য; এক-অন্ততাম্—একান্ত ভক্তির স্তর; গতঃ—লাভ করে।

অনুবাদ

ভৃগু বংশের উত্তম বংশধর শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি তাঁর যোগ সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধি লাভের জন্য মহিমামণ্ডিত হয়েছেন। এমন কি আজও পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ভক্তিতে নিমগ্ন হয়ে তিনি এই জগতে বিচরণ করেন।

শ্লোক ৪০

অনুবর্ণিতমেতৎ তে মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ ।
অনুভূতং ভগবতো মায়াবৈভবমদ্ভুতম্ ॥ ৪০ ॥

অনুবর্ণিতম্—বর্ণিত; **এতৎ**—এই; **তে**—আপনাকে; **মার্কণ্ডেয়স্য**—মার্কণ্ডেয়ের দ্বারা; **ধী-মতঃ**—বুদ্ধিমান; **অনুভূতম্**—অভিজ্ঞ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **মায়া-বৈভবম্**—মায়ার বৈভব; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত।

অনুবাদ

এইরূপে আমি আপনাদের কাছে ধীমান শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির কর্মসমূহ এবং বিশেষত কিভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের অদ্ভুত মায়াশক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তা বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ৪১

এতৎ কেচিদবিদ্বাংসো মায়াসংসৃতিরাত্মনঃ ।
অনাদ্যাবর্তিতং নৃণাং কাদাচিৎকং প্রচক্ষতে ॥ ৪১ ॥

এতৎ—এই; **কেচিৎ**—কেউ কেউ; **অবিদ্বাংসঃ**—অবিদ্বান; **মায়া-সংসৃতিঃ**—মায়াময় সৃষ্টি; **আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **অনাদি**—অনাদিকাল ধরে; **আবর্তিতম্**—পুনরাবৃত্তি করে; **নৃণাম্**—বদ্ধ জীবের; **কাদাচিৎকম্**—অভূতপূর্ব; **প্রচক্ষতে**—তারা বলে।

অনুবাদ

যদিও এই ঘটনাটি ছিল অনুপম এবং অভূতপূর্ব, কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি একে বদ্ধ জীবের জন্য ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট মায়াময় জড় সংসার চক্র—যা স্মরণাতীত কাল থেকে অন্তহীনভাবে আবর্তিত হচ্ছে, তার সঙ্গে তুলনা করেন।

তাৎপর্য

নিঃশ্বাসের দ্বারা ভগবানের দেহে শ্রীমার্কণ্ডেয়ের আকৃষ্ট হওয়া এবং পুনরায় প্রশ্বাসের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনাটিকে জড় সৃষ্টি এবং প্রলয়ের সুদীর্ঘকালীন চক্রাবর্তের কোনও প্রতীকী বর্ণনা বলে গণ্য করা উচিত নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই অংশে ভগবানের এক মহান ভক্ত কর্তৃক অনুভূত এক বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে এবং যারা এই কাহিনীকে শুধুমাত্র প্রতীকী রূপকথার স্তরে নামিয়ে নিয়ে আসেন, তাদেরকে এখানে নির্বোধ মূর্খ রূপেই ঘোষণা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪২

য এবমেতদ্ভৃগুবর্য বর্ণিতং
রথাঙ্গপাণেরনুভাবভাবিতম্ ।
সংশ্রাবয়েৎ সংশৃণুয়াদুতাবুভৌ
তয়োর্ন কর্মাশয়সংসৃতির্ভবেৎ ॥ ৪২ ॥

যঃ—যিনি; **এবম্**—এইরূপে; **এতৎ**—এই; **ভৃগুবর্য**—হে শ্রেষ্ঠ ভার্গব (শৌনক); **বর্ণিতম্**—বর্ণিত; **রথ-অঙ্গ-পাণেঃ**—হস্তে রথের চক্র ধারণকারী ভগবান শ্রীহরির; **অনুভাব**—শক্তিতে; **ভাবিতম্**—ভাবিত; **সংশ্রাবয়েৎ**—কাউকে শ্রবণ করান; **সংশৃণুয়াৎ**—স্বয়ং শ্রবণ করেন; **উ**—অথবা; **তৌ**—তারা; **উভৌ**—উভয়ে; **তয়োঃ**—তাদের; **ন**—না; **কর্ম-আশয়**—সকাম কর্মের মনোবৃত্তিকে ভিত্তি করে; **সংসৃতিঃ**—জড় জীবনের চক্র; **ভবেৎ**—হয়।

অনুবাদ

হে শ্রেষ্ঠতম ভার্গব, শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষি সম্পর্কিত এই বর্ণনা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য শক্তিকে ব্যক্ত করে। যে কেউ যথাযথভাবে এই কাহিনী শ্রবণ বা কীর্তন করবেন, তাকে কখনোই সকাম কর্ম ভিত্তিক জড় সংসার চক্রে আবর্তিত হতে হবে না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'ভগবান শিব এবং উমা কর্তৃক মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রশংসা' নামক দশম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।